গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৪.২০১৫- তারিখঃ----------খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ,ক্যাশিয়ার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নড়াইল সদর কার্যালয়ে কর্মকালীন অধিদপ্তরের ০৯-৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩৪৩ সংখ্যক স্মারকে অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়।

০২। যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলায় লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৩-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি বলেন চরম ভুল করেছি, আর কোনদিন এরুপ ভুল করবো না। তিনি তার কৃতকর্মের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি ১২-৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৯-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার পর ১০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে যোগদানপত্র দাখিল করেন এবং অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে অননুমোদিত অনুপস্থিতি সময়ের জন্য অর্জিত ছুটি মুঞ্জুরের আবেদন করেন। তার দাখিলকৃত কাগজপত্র(অসুস্থতার স্বপক্ষে) সন্দেহজনক মনে হলে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক তদন্ত করে দেখতে পান যে, তিনি ১৭-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পুলিশ কর্তৃক একটি ফৌজদারী মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং ৮মাস ১৮দিন কারা অন্তরীন থাকেন। বিষয়টি গোপন করে অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি মঞ্জুরের আবেদন করে তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতারণার চেষ্টা করেন;

০৩। যেহেতু, তার লিখিত জবাব, নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর। তিনি কারা অন্তরীন থাকার বিষয়টি গোপন করে এই সময়ের জন্য অসুস্থতার আবেদন দাখিলের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করারও চেষ্টা করেন। অসুস্থতার স্বপক্ষে তার দাখিলকৃত কাগজপত্র সংগত কারণেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। তার এহেন আচরণ শাস্তিযোগ্য । তবে তিনি বারবার ক্ষমা চাওয়ায় এবং ভবিষ্যতে এহেন আচরণ থেকে বিরত থাকবেন মর্মে অঙ্গীকার করায় তাকে গুরুদন্ডের পরিবর্তে লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

০৪। যেহেতু,অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলায় লিখিত জবাব, শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, নথিপত্র তথা সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ,ক্যাশিয়ার-কে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো;

০৫। সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ -কে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫এর ৪(২)(ই) অনুযায়ী ''বর্তমান টাইম স্কেলে তার মূল বেতন০৩(তিন) বছরের জন্য ০৩(তিন) ধাপ নীচে অবনমন'' দন্ডে দন্ডিত করা হলো। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল বিনা বেতনে ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-

(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৫৯৩৮৯।

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৪.২০১৫- ৪৪৮ তারিখঃ ২১-১২-২০১৫খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

০১। উপ-পরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,নড়াইল।
০২। প্রোগ্রামার,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে আদেশের কপিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নড়াইল।
০৪। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে কপিটি সংরক্ষণে অনুরোধ করা হলো।
০৫। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সদর, নড়াইল(সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর শাস্তির বিষয়টি তার চাকুরি বহিতে লালকালিতে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ করা হলো)।
০৬। জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ক্যাশিয়ার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,সদর, নড়াইল।
০৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী ,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

Shahidul/E/Realse-274

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা